দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 3 1 2000

তারিখ ... ... APR 0 3 2000 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

32

এবার কালোবাজারে অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা ফরম

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে ভর্তি পরীক্ষার ফরম নিয়ে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কালোবাজারী করেছে। এই ব্যবসায়ীরা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মূল্যে

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

এবার কালোবাজারে

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাংক থেকে ফরম সংগ্রহ করে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে দ্বিগুণ-তিনগুণ মূল্যে বিক্রি করেছে। এই জমজমাট ব্যবসায় কোচিং সেন্টারগুলো এগিয়ে ছিল। ঢাকাতেই তারা সোয়া দু' শ' টাকার ফরম চার শ' সাড়ে চার শ' টাকা করে বিক্রি করেছে বলে জানা গেছে। ভুয়া ফরম তৈরিরও অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল ফরম বিক্রির শেষ দিন। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে চার হাজার তিন শ' ৭০টি আসনের জন্য ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে ৫৪ হাজার ৩৬টি। প্রতিটি আসনের জন্য ১২ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কলমযুদ্ধ হবে। আগামী ৭ এপ্রিল থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ এসব অনিয়মের কথা স্বীকার করে বলেছেন, এ বছর কিছুই করার নেই। এখন কিভাবে পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে নেয়া যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। তিনি বলেন, বাইরে থেকে ফরম কিনে কেউ প্রতারিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার কৈফিয়ত দেবে কেন? বরং যারা বাইরে থেকে ফরম কিনে প্রতারিত হয়েছে মাসুল তাদের নিজেদেরই দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে যাতে ভর্তি ফরম কালোবাজারীদের হাতে না যায় সে বিষয়ে আগামী বছর থেকে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে পাবনা থেকে আগত এক ছাত্রকে ভর্তি ফরম হাতে কান্নাকাটি করতে দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় সে জানায়– পাবনা থেকে সে তিন শ' ৩০ টাকা মূল্য দিয়ে ভর্তি ফরম কিনেছে। ফরমটি ছিল বাণিজ্য অনুষদের। ঢাকায় ফরম জমা দিতে এসে দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ফরম জমা দেয়া যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত বিকাল সাড়ে তিনটায় রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে সে দু' শ' টাকা দিয়ে একটি ফরম কিনে জমা দিয়েছে। দু'শ' পঁচিশ টাকার ফরম কিভাবে দু'শ' টাকায় কিনেছে এই প্রশ্নের জবাবে সে জানিয়েছে– গেটে দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে দু'শ' টাকা করে অরিজিনাল ফরম বিক্রি করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যে সব কোচিং সেন্টার পর্যাপ্ত ফরম নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে শেষ করতে পারেনি তারা কম দামে অবশিষ্ট ফরমগুলো বিক্রি করে গেছে।

'ক' ইউনিটে (বিজ্ঞান অনুষদ) এক হাজার ৫০টি আসরের জন্য ফরম বিক্রি হয়েছে ১৭ হাজার ৬শ' ৪৫টি। বিজ্ঞান অনুষদে প্রতিটি আসনের জন্য ১৭ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। আগামী ২৮ এপ্রিল এই অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। 'খ' ইউনিটে (কলা অনুষদ) দু'হাজার আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি হয়েছে ১১ হাজার ১শ' ১৪টি। প্রতিটি আসনে ৬ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আগামী ২১ এপ্রিল 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। 'গ' ইউনিটে (বাণিজ্য অনুষদ) ৭শ' ২০টি আসনের জন্য ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে ৯ হাজার এক শ' ৩১টি। প্রতিটি আসনের জন্য ১৩ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আগামী ৭ এপ্রিল বাণিজ্য অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। 'ঘ' ইউনিটে (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) ৬শ' আসনের জন্য ১৫ হাজার তিন শ' ৪৬টি ফরম বিক্রি হয়েছে। প্রতিটি আসনের জন্য ২৫ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা আগামী ৫ মে অনুষ্ঠিত হবে।